بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৪১-০১/০১ | শুক্রবার, ১৪ মুহাররম, ১৪৪১ হিজরী | ১৩/০৯/২০১৯ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে তুলে দিয়ে ক্ষমতার মসনদকে সুরক্ষিত রাখাই হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ শাসকগোষ্ঠীর সিদ্ধান্ত ও কর্মপন্থা নির্ধারণের ভিত্তি

একমাত্র খিলাফত রাষ্ট্র প্রাকৃতিক সম্পদ অন্বেষণ এবং এর সুফল উম্মাহ্'র মাঝে বন্টনে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহন করবে

তীব্র গ্যাস সংকটের অজুহাতে গত জুনে হাসিনা সরকার গ্যাসের দাম বাড়ায়, কাতার ও অন্যান্য দেশের সাথে আগামী ১৫ বছরের জন্য বার্ষিক প্রায় মিলিয়ন টন এল.এন.জি আমদানির চুক্তি করে এবং এল.এন.জি আমদানির ফলাফল হিসেবে অনাবাসিক খাতে গ্যাসের দাম প্রায় দ্বিগুণ করে। সেখানে সরকার এখন সদ্য প্রকাশিত "Offshore Model PSC (Product Sharing Contract) 2019" মাধ্যমে দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে তার পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী প্রভু ও তাদের সহযোগীদের তুষ্ট করতে দক্ষতার অজুহাত দিয়ে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানীগুলোকে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের অফশোর ব্লকগুলি থেকে অনুসন্ধানকৃত গ্যাস রপ্তানীর অনুমতি দিচ্ছে! গ্যাস সংকটের নামে যখন জনবিরোধী এই সরকার ঘনঘন গ্যাসের দাম বাড়িয়ে সাধারণ মানুষকে হতাশ করেছে, তখন আশ্চর্যজনকভাবে তারা আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানীগুলোকে গ্যাসের দাম বৃদ্ধি (প্রতি হাজার ঘনফুট ৬.৫০ ডলার থেকে ৭.২৫ ডলার) ও শুল্ক ছাড়ের মত আরো বেশি প্রণোদনা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে! তথাকথিত গণতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠীর এই চরম বিশ্বাসঘাতকতা দেশের জনগণের জন্য এক চরম দুর্ভোগ বয়ে এনেছে। একদিকে, তারা দেশের সম্পদ সাম্রাজ্যবাদী কাফির-মুশরিক শত্রুদের হাতে তুলে দিয়ে আমাদের কৌশলগত জ্বালানী খাতকে উচ্চ ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে, এবং অন্যদিকে আমাদের নিজস্ব সম্পদই পুনরায় এই শত্রুদের কাছ থেকে আরো উচ্চমূল্যে কেনার ব্যবস্থা করেছে, আর এসবকিছুর জন্য অতিরিক্ত ব্যয়ের বোঝাও আবার আমাদেরই বহন করতে হবে!

হে মুসলিমগণ! তথাকথিত এসব গণতান্ত্রিক সরকারগুলো আপনাদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের নিরাপত্তার বিষয়ে তোয়াক্কা করে না। তেল ও গ্যাসের মতো কৌশলগত সম্পদসমূহ অন্বেষণে তারা কখনও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। দেশে আবিষ্কৃত কয়লা ও ইউরেনিয়াম ব্যবহারতো দূরে থাক, এমনকি এগুলোর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও সরবরাহ সক্ষমতা বৃদ্ধির উপরও গুরুত্বারোপ করেনি। কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট গ্যাস-বিদ্যুতের বিশাল ঘাটতির নামে জনগণকে ফাঁদে ফেলে হাসিনা সরকার ব্যাপক দুর্নীতির মাধ্যমে উচ্চমূল্যে রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ উৎপাদনের চুক্তি করেছে, এবং এই খরচ মেটাতে নিয়মিত বিরতিতে বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি করেছে, এবং আই.এম.এফ-এর নির্দেশে বিদ্যুতের দাম আবারও বৃদ্ধির পায়তারা করছে, যা চূড়ান্তভাবে দেশের জনগণের উপর বিশাল বোঁঝা চাপিয়ে দেবে। এই দুর্নীতিগ্রস্ত শাসকগোষ্ঠী আবারও পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে উৎপাদন বন্টন চুক্তি, সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ, ব্যয়বহুল এল.এন.জি টার্মিনাল নির্মাণ, ইত্যাদির নামে দেশের সম্পদ লুটপাটের বৈদেশিক নীলনকশাকে ন্যায়সঙ্গত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

হে মুসলিমগণ! প্রাকৃতিক গ্যাস এবং অন্যান্য সম্পদগুলো হচ্ছে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা-এর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য বিশেষ নিয়ামত। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রাকৃতিক গ্যাস হচ্ছে গণমালিকানাধীন সম্পদ, যা থেকে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের উপকৃত হওয়ার অধিকার রয়েছে। অথচ, বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ শাসকগোষ্ঠী তাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভু ও বিদেশী কোম্পানীর স্বার্থ রক্ষায় ব্যাকুল থাকে, কারণ তাদের সকল সিদ্ধান্ত ও কর্মপন্থা নির্ধারণের ভিত্তি হচ্ছে তাদের বিদেশী প্রভুদের স্বার্থ রক্ষার মাধ্যমে ক্ষমতার মসনদকে সুরক্ষিত রাখা। **হে মুসলিমগণ!** এই ধর্মনিরপেক্ষ সরকারগুলোর হাতে আপনাদের সম্পদ নিরাপদ নয়। তারা আপনাদের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর আপনাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে দেবে না। আমরা আপনাদেরকে একথা বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েও ক্লান্ত হবো না যে, একমাত্র নবুয়্যতের আদলে পুনঃপ্রতিষ্ঠিতব্য খিলাফত রাশিদাহ্ আপনাদেরকে শারী'আহ্ অনুযায়ী শাসন করতে পারে এবং বিদেশী শত্রুদের কবল থেকে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদকে মুক্ত করতে পারে। আসন্ন ন্যায়নিষ্ঠ খিলাফতই হচ্ছে একমাত্র কর্তৃপক্ষ, যা উম্মাহ্'র স্বার্থে কিভাবে এসব সম্পদ ব্যবহার করতে হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত রূপরেখা প্রদান করবে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন:

* الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ *

"মুসলিমগণ তিনটি জিনিসে অংশীদার: আগুন, পানি ও চারণভূমি, এবং এগুলোর বিনিময় মূল্য গ্রহণ করা অবৈধ।" [আহ্‌মাদ, ইবনে মাযাহ্]

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ